দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..3 0 JAN 1988...
পৃষ্ঠা... 1 ...কলাম... 4

013

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নে উন্মুক্ত বিতর্ক

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দূরশিক্ষণে বিএডপ্রাপ্ত রাজশাহী ভার্সিটির সাড়ে ৪ হাজার গ্রাজুয়েটের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল (শুক্রবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকার করিয়াছে, দূরশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ১০০ কোটি টাকা খরচ বাঁচাইয়া মাত্র ২ কোটি টাকায় এ বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ডিগ্রী প্রদান করিয়াছে।

ঢাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ মাঠে সমাবর্তনের মত বিরাট

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

প্যাণ্ডেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ শিক্ষাপদ্ধতিকে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রশ্নে উন্মুক্ত বিতর্ক সভার রূপ নেয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামন্ত্রণালয় দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চতর ও বহুমুখী শিক্ষাদানের জন্য এ ইনষ্টিটিউটকে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার তাগিদ দেন। মঞ্জুরী কমিশন খুলনায় নবম বিশ্ববিদ্যালয়ের পর হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আরও দশটি ভার্সিটি স্থাপনের আগ্রহ বজায় রাখার আহ্বান জানায়।

ডঃ কে এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে মঞ্জুরী কমিশন সভাপতি ডঃ এম এ বারী, রাজশাহী ভার্সিটির ভিসি ডঃ এম এ রকিব, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এম আকমল হোসেইন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক আ,হ,ম করিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মঞ্জুরী কমিশন প্রধান প্রফেসর এম এ বারী এসএসসি স্তরে উত্তীর্ণের সংখ্যা বছরে ৩৮ হাজার করিয়া হ্রাস পাওয়া সত্বেও ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে ভর্তির আসন না পাওয়া, আড়াই লক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণহীন থাকা এবং শিক্ষকের অভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির দুরবস্থা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন, সরাসরি 'সরকারী ছত্রচ্ছায়ায়' গড়িয়া ওঠা এ ইন্সটিটিউটকে মুক্ত ভার্সিটিতে উন্নীত করার আগে 'গভীর চিন্তার' প্রয়োজন আছে। এদেশে আরও ২২টি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ভার্সিটি হইলে ক্ষতি কি? খুলনায় নবম ভার্সিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শেষ হইবে কেন।

সমকালীন শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির জন্য প্রফেসর বারী "গুরু-শিষ্যদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সম্বন্ধ"কেও দায়ী করিয়া বলেন, ভার্সিটি কয়দিন খোলা বা বন্ধ থাকে, কে কেমন করিয়া বন্ধ রাখে, উহার সুলুক সন্ধান অপেক্ষা ছেলেরা শিক্ষা গ্রহণ করে, না লেজুড়বৃত্তি করে—উহা অভিভাবক, সরকার ও বিরোধীদলের খোঁজ নেওয়া উচিত। ভার্সিটির প্রতিজন ছাত্রের পিছনে বছরে ১৬ হাজার হইতে ৩৬ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। সেখানে অনার্স কোর্সে ৬ বৎসর ব্যয়িত হইলে মাথাপিছু ২ শত টাকায় বিএড ডিগ্রী অর্জনকে সুলভ মনে হইবেই। ভার্সিটিগুলি আপন সেশনজট মুক্ত না করিয়া অন্যের কৃতিত্বে বড়াই করে। সস্তা শিক্ষার আনন্দ কতক্ষণ টিকিবে তাহা আমরা আগে বৃটিশ বিশেষজ্ঞ দিয়া তলাইয়া দেখিব।

রাজশাহী ভার্সিটির ভি সি প্রফেসর এম এ রকিব বলেন, থাইল্যাণ্ডের মত দেশে ২ শত কোর্সের তিনলক্ষ শিক্ষার্থীর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। এত শিক্ষার্থী ধারণের সাধারণ ভার্সিটি গড়িতে হাজার হাজার কোটি প্রয়োজন। সুলভে সর্বস্তরের জনগণের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের জন্য তিনি তাগিদ দেন।

যুগ্ম শিক্ষা সচিব বলেন, মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে এ পদ্ধতিকে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কারণ শিক্ষিতের হার দিন দিন কমিতেছে। শিক্ষায় অগ্রসর এদেশে স্নাতকের সংখ্যা এখন আফ্রিকার চাইতে পিছাইয়া পড়িতেছে।

বাইড পরিচালক বলেন, মঞ্জুরি বন্ধ করিয়া দিবার পর তাহার ইনষ্টিটিউট এখন শিক্ষার্থীদের ফী দ্বারাই সর্বাঙ্গীন খরচ নির্বাহ করে। বাংলাদেশের এ পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বকীয় পদ্ধতি, এখন ইহার ভাগ্য বিদেশী বিশেষজ্ঞের উপর ছাড়িয়া দিতে চাহিলে বলিবার কিছু নাই।